DEC. 22 2001

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ৬

কা য়ে দ - উ য - জা মা ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্যের অবসান অপরিহার্য

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ বহুমুখী সমস্যায় ভারাক্রান্ত। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি, সহিংসতা, সশস্ত্র মিছিল, বোমাবাজি, ভর্তি পরীক্ষায় গোলযোগ, শিক্ষার্থীর াসে অনুপস্থিতি, আন্তঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণে অনীহা, পরীক্ষায় ্যাপকহারে নকল করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠান বং শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে শৈথিল্য ইত্যাদি বহুবিধ মস্যা আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে নৈরাজ্যের মুখে ঠেলে দিয়েছে। াতিষ্ঠানিক শিক্ষার নামে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রকৃত অর্থে কি াখছে তা আজ ভাবার বিষয়। শিক্ষার বিকল্প নেই। পেশাগত ক্তি নির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই াস্তবতার আলোকে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত রা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান বের করা খুবই জরুরি।

কথা অস্বীকার করার উপায় নেই শিক্ষাঙ্গনে বর্তমান সহিংসতা, বামাবাজি, চাপাতি দিয়ে প্রতিপক্ষকে কোপানো, হলদখল, লিবর্ষণ ইত্যাদি ভয়াবহ ঘটনা ছাত্র রাজনীতিরই বিষাক্ত লাফল। শিক্ষাঙ্গনে প্রত্যক্ষ ছাত্র রাজনীতি শিক্ষার্থীদের বহুদলে াভাজিত করেছে এবং জাতীয় রাজনীতির তাপমাত্রার ওঠানামার ঙ্গে তাল বজায় রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও চাপ ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি রেছে। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির কোন্দল উন্মত্ততা আজ দশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আঘাত হনেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে এসে নিরীহ ও গরিব াত্র আজ লাশ হয়ে ঘরে ফিরছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক ছাত্র ংসদই আজ আর শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও অধিকার নিয়ে কথা লে না। দলীয় ব্যানারেই আজ ছাত্র সংসদগুলো চিহ্নিত। দলীয় াতিহিংসা এবং উন্মত্ত কর্মসূচি কার্যকর করতে গিয়ে অগণিত াধারণ শিক্ষার্থী আজ মুষ্টিমেয় সংখ্যকের হাতে জিম্মি। ছাত্র ংসদের সদস্যরা আজ লেখাপড়ায় নিবেদিত নয় বরং অনেক ক্ষত্রেই ঠিকাদারি, ভর্তি পরীক্ষা, নকল সরবরাহ ইত্যাদি শক্ষাবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকছে এবং শিক্ষাঙ্গনে অনভিপ্রেত মস্যার সৃষ্টি করছে। শিক্ষার স্বাভাবিক স্বার্থেই ছাত্র সংসদগুলোর ঠন দলীয় ব্যানারে চিহ্নিত হওয়া নুচিত এবং মেধাবী ও নিয়মিত শিক্ষার্থী মন্বয়ে যাতে করে াত্র সংসদ গঠিত তে পারে- এজন্য াদক্ষেপ নেয়াই াস্তবত বর্তমান প্রক্ষাপটে জরুরি য়ে পড়েছে। াছাড়া শিক্ষাঙ্গনের াইরে ছাত্র াজনীতির কার্যক্রম ালু থাকতে অসুবিধা কাথায়? ক্যাম্পাস থকে বিশেষ করে ন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ছাত্র রাজনীতির অবসান ছাড়া শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার াথাযথ পরিবেশ সংরক্ষণ করা অকল্পনীয় ও অবাস্তব বলে মনে য়।

শিক্ষকরা যদি তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করেন তবে কোনক্রমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। পেশাগত আর্থিক কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক 'শিক্ষকতাকে' পার্টটাইম পেশা হিসাবে নিচ্ছেন। এই মানসিকতা শিক্ষকতা পেশার আদর্শ ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠান শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশকে বিনষ্ট করছে। পরীক্ষা এবং নানাবিধ কারণে স্কুল-কলেজে এমনিতেই স্বাভাবিক ক্লাস অনুষ্ঠানে বিরতি থাকে। আবার হরতাল-অবরোধ ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণেও ক্লাস অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হয়। শিক্ষকদের ছুটিজনিত কারণেও শিক্ষার্থীরা তাদের অনেক পাঠদান থেকে বঞ্চিত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও ক্লাস গ্রহণে শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকেন। দুপুর গড়াতেই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

অনিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ যেমন বিনষ্ট করে থাকে তেমনি শিক্ষার্থীদের পাঠবিমুখ করে তোলে। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করা, শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-শিক্ষকের আনুপাতিক সংখ্যা সংরক্ষণ করা, শ্রেণীকক্ষের বিন্যাস আধুনিকীকরণ এবং শ্রেণীকক্ষে প্রায়োগিক শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করে থাকে। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং শিক্ষা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ক্যাম্পাসে নিয়মিত ক্লাস হলে এবং শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারলে স্বভাবতই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণ করা সম্ভব।

অথচ প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল্যায়নে কতটুকু যথার্থতা রাখছে তা ভাবার বিষয়। পরীক্ষা কক্ষে অবাধ নকল আজ পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রহসনে পরিণত করেছে। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে একজন পরীক্ষার্থী সারা বছর ক্লাস না করেও কিছুসংখ্যক প্রশ্নোত্তরনির্ভর 'মিনি গাইড' বই, সাজেশন বই এবং পরীক্ষা হলে নকলের সুযোগ নিয়ে সার্টিফিকেট লাভ করতে পারে। গতানুগতিক প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং পরীক্ষা গ্রহণের নানাবিধ ত্রুটি শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল্যায়নে প্রকৃত ভূমিকা রাখছে না। তাই প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার আবশ্যক এবং শিক্ষার্থীর মেধা ও শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়নে একটি বাস্তবসম্মত পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন স্বাভাবিকভাবেই কাম্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক অন্যতম প্রধান চালিকশক্তি। শিক্ষকরা যদি তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করেন তবে কোনক্রমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। পেশাগত আর্থিক কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক 'শিক্ষকতাকে' পার্টটাইম পেশা হিসাবে নিচ্ছেন। এই মানসিকতা শিক্ষকতা পেশার আদর্শ ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে। অপরদিকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখছেন এবং প্রতিষ্ঠানের ক্লাস গ্রহণে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার স্বার্থেই শিক্ষকদের নির্ধারিত ক্লাস গ্রহণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

পেশাগত আর্থিক মর্যাদার প্রশ্নে অনেক মেধাবী এবং যোগ্যতর শিক্ষক শিক্ষকতা পেশা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষক এই পেশাতে বাধ্য হয়েই জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে শিক্ষার গুণগত ও মানগত পরিবর্তন আশানুরূপ হচ্ছে না। ছাত্রগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। অথচ অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাদের পেশাগত দাবি-দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ হয় ক্ষুণ্ন। শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান আবশ্যক। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগেও যথেষ্ট অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায়। স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক দলীয় সুপারিশ ইত্যাদির কারণে শিক্ষকতা পেশায় আস্থাহীন অনেক অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগপত্র পেয়ে থাকেন বিপরীতে মেধাবী এবং যোগ্যতর শিক্ষকও নিয়োগপ্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত থাকেন। শিক্ষকতা পেশায় মেধাবী, যোগ্য এবং দক্ষ শিক্ষক যাতে করে আকৃষ্ট হন নিয়োগ নীতিমালায় এমন দিকনির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রকৃত সাফল্য স্বভাবতই নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ওপর। একটি দুর্বল-অদক্ষ এবং গতিহীন প্রতিষ্ঠান কোনক্রমেই শিক্ষা কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারে না। দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ ক্রমশ প্রশাসনিক দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়ছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দিচ্ছে নৈরাজ্য। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ কার্যত হয় নিষ্ক্রিয় কিংবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্লথগতিসম্পন্ন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সম্পৃক্ত করার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাঙ্গনে অনভিপ্রেত পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষাই যদি জাতির মেরুদণ্ড বলে বিবেচিত হয় তবে এই মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের অবসান হওয়া জরুরি। সেই সঙ্গে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ সংরক্ষণকল্পে একটি গতিশীল, গণমুখী এবং সুষ্ঠু শিক্ষানীতি চালু করা প্রয়োজন।

দেশের শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সচেতন অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রয়াস এ ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

[illegible] : শিক্ষক, শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ